দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .. 19 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2....

YD
Report

শেকৃবি'তে পাঁচ বছরে ১২ দফা সংঘর্ষ ॥ কোন তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি

॥ রফিকুল ইসলাম, শেকৃবি সংবাদদাতা ॥

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) গত ৫ বছরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে অন্ততঃ ১২টি। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে অর্ধকোটি টাকার সম্পদ নষ্টের পাশাপাশি অনেক শিক্ষার্থী মারাত্মক আহত হয়, যার মধ্যে দুইজন চিরতরে পঙ্গু হয়েছে। প্রতিবার সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খুব তাড়াতাড়ি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আর তাতেই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেমে যায়। তদন্ত কমিটিও যথারীতি তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিটি তদন্ত রিপোর্টই হিমাগারে চলে যায়। আজ পর্যন্ত একটি ছাড়া আর কোনো তদন্ত রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্টের কথা বেমালুম ভুলে যান ভিসি।

তবে অধিকাংশ রিপোর্টেই যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় উপাচার্যের। সেই সূত্রে নানা রকম সুযোগ-সুবিধাও লাভ করেন তারা। এমনকি কোন কোন সন্ত্রাসী ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হলেও উপাচার্য তার ক্ষমতাবলে তাদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ক্ষমতার এই অপব্যবহারকে পরবর্তীতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডেকে বৈধ করে নেয়া হয়। অথচ ভিসির বিশেষ ক্ষমতায় কোন নিরীহ ছাত্র এধরনের সুযোগ পায়নি। যে কোনো বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়ায় বিচার প্রার্থীরা যেমন লাঞ্ছিত হন, তেমনি তদন্তকারী শিক্ষকরাও হতাশ হন এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। এ কারণে অধিকাংশ শিক্ষক এখন তদন্ত কমিটির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন।

২০০৪ সালে ভর্তি দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন ভিসি। সেই কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে গত নভেম্বর মাসে। কিন্তু গত ২ মাসেও রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেননি ভিসি। এ ব্যাপারে উপাচার্য সম্প্রতি ইত্তেফাককে বলেছেন, রিপোর্টটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিগ্যাল অ্যাডভাইজরের কাছে মতামত দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে সেখান থেকে ফেরত আসার পর সিন্ডিকেটে তোলা হবে। অথচ শেকৃবির লিগ্যাল অ্যাডভাইজর এডভোকেট শেখ মো জাহিদ আনোয়ার জানিয়েছেন যে, তিনি তার মতামতসহ গত বছরই রিপোর্টটি শেকৃবিতে ফেরত পাঠিয়েছেন। উপাচার্য নিজে বিষয়টি গোপন করায় এই রিপোর্টের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে ভিসি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত তার কিছু ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে রক্ষার চেষ্টা করছেন।

এর আগে গত ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংসতা শেকৃবিতে ছড়িয়ে পড়লে এ সুযোগে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ছাত্রদের এক গ্রুপ শিক্ষকদের উপস্থিতিতে অন্য গ্রুপের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে দুই ছাত্রকে মারত্মক আহত করে। অস্ত্রসহ একজন হামলাকারীকে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম আটকও করেছেন। ভিসির নির্দেশে প্রক্টর অফিস ঐ ঘটনার তদন্ত করে। ১৮ জন ছাত্রের ও ৬ জন শিক্ষকের সাক্ষ্য নিয়ে ঘটনার পর্যাপ্ত আলামত বিশ্লেষণ করে গত বছর ১২ ডিসেম্বর ভিসির নিকট তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন। একই দিনে প্রথম বর্ষের ছাত্রীর কাছে চাঁদা দাবির ঘটনায় এক ছাত্রের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। গত ৩ জানুয়ারী সাংবাদিকরা এই দুইটি তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে ভিসির কাছে জানতে চাইলে তিনি রিপোর্ট দুটির কথা বেমালুম অস্বীকার করেন।

এদিকে গত ১১ জানুয়ারী শুক্রবার ছাত্রদের একটি গ্রুপ ২২ আগস্ট হামলার নেতৃত্বদানকারী মামুনসহ কয়েকজন ছাত্রের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের মারাত্মক আহত করে। শুক্রবার হামলা পাল্টা হামলার শিকার হয়ে বর্তমানে ২য় বর্ষের ছাত্র মামুন দুটি ভাঙ্গা হাত, একটি ভাঙ্গা পা ও মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে আর ভিসির ভুলোমনের খেসারত দিচ্ছে। সময়মত ২২ আগস্টের ঘটনার বিচার হলে এ ধরনের হামলা হতো না বলে অনেক ছাত্র জানিয়েছেন। ভিসির ছক বাঁধা নিয়মানুসারে তিনি ১১ জানুয়ারীর ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু আগের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। ফলে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোন ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। উপাচার্য জানান, শিক্ষকদের সহায়তায় আমি অতিদ্রুত আগের সব তদন্ত রিপোর্টসহ শুক্রবারের সংঘর্ষের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।